समासः

उपस्थापकः- ड. सुरञ्जनसरकारः
सहायकाध्यापकः, संस्कृतविभागः
राममोहन-कलेज्, कोलकाता-९

সমাস-

- ‘সমাস’ কথার অর্থ হল সংক্ষেপ।
- বাক্যের অন্তর্গত পরস্পর অপেক্ষিত পূর্ব ও উত্তর পদের বা পদসমূহের একপদে পরিণত হওয়ার নাম সমাস। যেমন- রাজ্ঞঃ পুরুষঃ গচ্ছতি- এই বাক্যে ‘রাজ্ঞঃ’ এবং ‘পুরুষঃ’ এই দুই পদের পরস্পর মিলিত হয়ে একটি পদে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা আছে। সুতরাং তারা সমাসের নিয়মে মিলিত হয়ে ‘রাজপুরুষঃ’ হল। অথ ‘রাজপুরুষঃ গচ্ছতি’ বললেও একই অর্থ বোঝাবে।
- ‘অষ্টাধ্যায়ী’ গন্থে পাণিনি বলেছেন- সমর্থঃ পদবিধিঃ(২/১/১)
- সমাস করতে গেলে ব্যপেক্ষা এবং একার্থীভাব- এই দুইপ্রকার সামর্থ্যের প্রয়োজন।

বৃত্তি-

- পরার্থাবিধানং বৃত্তিঃ।
- শব্দের মধ্যে যে নিজস্ব অর্থ আছে তদতিরিক্ত অর্থ যার দ্বারা অভিহিত হয়, তার নাম বৃত্তি।

বৃত্তি একপ্রকার শক্তি।

- বৃত্তি পাঁচ প্রকার- কৃৎ, তদ্ধিত, সমাস, একশেষ এবং সনাদ্যন্ত ধাতু।
- উদা.-

কৃৎ- আহরণং কর্তুম্ (আহর্তুম্)

তদ্ধিত- অর্জুনস্য অপত্যং পুমান্ (আর্জুনিঃ)

সমাস- পীতম্ অম্বরং যস্য সঃ (পীতাম্বরঃ)

একশেষ- পিতা চ মাতা চ (পিতরৌ)

সনাদ্যন্ত ধাতু- কর্তুম্ ইচ্ছতি (চিকীর্ষতি)

বিগ্রহ-

- বৃত্ত্যর্থাববোধকং বাক্যং বিগ্রহঃ। বিশিষ্ট অর্থের প্রতিপাদক বাক্যকে বিগ্রহ বলে। যেমন- রাজ্ঞঃ পুরুষঃ। এই বিগ্রহ দু'প্রকার- লৌকিক এবং অলৌকিক।
- লৌকিক বিগ্রহ- রাজ্ঞঃ পুরুষঃ। অলৌকিক বিগ্রহ- রাজন্ ঙস্ পুরুষ সু।

বিভাগ-

- সমাসকে সাধারণতঃ চার ভাগে ভাগ করা হয়- অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি এবং দ্বন্দ্ব। তবে এতদতিরিক্ত 'সহসুপা' নামে আরো একটি সমাসের ভেদ অবশ্য স্বীকার্য। "সমাসশ্চতুর্বিধ ইতি তু প্রায়োবাদঃ। অব্যয়ীভাবতৎপুরুষবহুব্রীহিদ্বন্দ্বাধিকারবহির্ভূতানামপি 'সহসুপা' ইতি সমাসবিধানাচ্চ।"
- আরো একভাবে সমাসের বিভাগ করা যায়। সেক্ষেত্রে সমাস ছয় প্রকার-
- সুপাং সুপা তিঙা নাম্না ধাতুনাথ তিঙাং তিঙা।

সুবন্তেনেতি বিজ্ঞেয়ঃ সমাসঃ ষডবিধো বুধৈঃ।।

- অন্য এক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সমাসকে এইভাবে বিভক্ত করা যেতে পারে- নিত্যসমাস ও অনিত্যসমাস। নিত্যসমাস আবার দু'ভাগে বিভক্ত- অবিগ্রহ এবং অস্বপদবিগ্রহ।
- যে সমাসের লৌকিক বিগ্রহবাক্য হয় না, তা অবিগ্রহ নিত্যসমাস। যেমন- কৃষ্ণসর্পঃ। লৌকিক বিগ্রহ করলে 'কৃষ্ণঃ সর্পঃ'- এই অবস্থায় তা যে কোনো কালো সাপকে বোঝাবে। কিন্তু বিবক্ষিত র্থ হল 'কেউটে সাপ'। তাই লৌকিক বিগ্রহ সম্ভব নয়।
- যে সমাসের অন্তর্গত সমস্যমানপদের সমান অর্থবিশিষ্ট অন্য পদের দ্বারা বিগ্রহবাক্য করা হয়, তার নাম অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস। স্ব(নিজ) পদের দ্বারা বিগ্রহ হয় না, তাই অস্বপদবিগ্রহ। যথা- অন্যো গ্রামঃ- গ্রামান্তরম্।

- অন্য এক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সমাসকে এইভাবে বিভক্ত করা যেতে পারে- লুকসমাস ও অলুকসমাস। সাধারণত ‘সুপোধাতুপ্রাতিপদিকয়োঃ’ সূত্রে সমাসের অন্তর্গত সমস্যমান পদগুলির বিভক্তির লোপ হয়। কিন্তু ‘অলুগুত্তরপদে’ এই অধিকার সূত্রের দ্বারা কতগুলি সমাসের ক্ষেত্রে বিভক্তির লোপ হয় না। সেগুলিকে অলুক সমাস বলা হয়। যেমন- কৃষ্ণং শ্রিতঃ > কৃষ্ণশ্রিতঃ ইত্যাদিতে বিভক্তির লোপ হয়েছে। ‘যুধিষ্ঠির’ ‘পরস্মৈপদম্’, ‘আত্মনেপদম’ ইত্যাদিতে কিন্তু বিভক্তির লোপ হয় নি।

অব্যয়ীভাব-

- পূর্বপদার্থপ্রধানঃ অব্যয়ীভাবঃ- অব্যয়ীভাব সমাসে পূর্বপদার্থের প্রাধান্য থাকে। যেমন- নির্মক্ষিকম্। অভাবার্থে প্রযুক্ত 'নির্' এই অব্যয় পূর্বে আছে। তার অর্থ প্রধান।
- অব্যয়ীভাব সংজ্ঞা বিধায়ক সূত্রটি হল- "অব্যয়ীভাবঃ"। এটি একটি অধিকার সূত্র। তৎপুরুষ সমাসের আগী পর্যন্ত এই সূত্রের অধিকার। এই সূত্রের পর থেকে যেসব সূত্রে অব্যয়ীভাব সমাসের কথা বলা হয়েছে সেখানে 'প্রাক্ কড়াড়াত্ সমাসঃ' সূত্রে সমাস সংজ্ঞা এবং আলোচ্যসূত্রে অব্যয়ীভাব সংজ্ঞা হবে।

তৎপুরুষ-

- উত্তরপদার্থপ্রধানস্তৎপুরুষঃ। তৎপুরুষ সমাসে পরপদের অর্থ প্রধান হয়। উত্তরপদের লিঙ্গ অনুসারেই সমাসবদ্ধ পদের লিঙ্গ হয়।
- কৃষ্ণং শ্রিতঃ – কৃষ্ণশ্রিতঃ(দ্বিতীয়া তৎপুরুষ)

  শঙ্কুলয়া খণ্ডঃ – শঙ্কুলাখণ্ডঃ(তৃতীয়া তৎপুরুষ)

  ভূতেভ্যঃ বলিঃ – ভূতবলিঃ(চতুর্থ তৎপুরুষ)

  সর্পাৎ ভীতিঃ – সর্পভীতিঃ(পঞ্চমী তৎৎপুরুষ)

  রাজ্ঞঃ পুরুষঃ – রাজপুরুষঃ(ষষ্ঠী তৎপুরুষ)

  দানএ শৌণ্ডঃ – দানশৌণ্ডঃ(সপ্তমী তৎপুরুষ)

এই ছয়টি ছাড়াও তৎপুরুষ সমাসের আরো অনেক ভেদ আছে। একদেশী তৎপুরুষ, নঞ্ তৎপুরুষ, কুতৎপুরুষ, গতি তৎপুরুষ, প্রাদি তৎপুরুষ, উপপদ তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু।

কর্মধারয়-

- তৎপুরুষঃ সমানাধিকরণঃ কর্মধারয়ঃ। যে তৎপুরুষ সমাসে সমস্যমান দু'টি পদের একই আধার তার নাম কর্মধারয়। যথা- নীলম্ উৎপলম্ – নীলোৎপলম্ এখানে নীলত্ব এবং উৎপলত্ব একই আধারে আছে।
- কর্মধারয় অনেকপ্রকার –
- উপমান কর্মধারয় : সাধারণ ধর্মবাচক পদের সঙ্গে উঅমান পদের যে সমাস হয় তাকে উপমান বলে। যথা- ঘন ইব শ্যামঃ= ঘনশ্যামঃ
- উপমিত কর্মধারয় : সাধারণধর্মের উললেখ না থাকলে ব্যাঘ্র প্রভৃতি উপমান পদের সঙ্গে উপমেয় পদের সঙ্গে উপমেয় বাচক পদের যে সমাস হয় তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। যথা- মুখং চন্দ্র ইব= মুখচন্দ্রঃ
- উত্তরপদলোপী কর্মধারয় : শাকপ্রিয়ঃ পার্থিবঃ= শাকপ্রিয়ঃ

দ্বিগুসমাস-

- তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ – কোন’ তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করার প্রয়োজন হ’লে, কোন’ ‘উত্তরপদ’ পরে থাকলে কিংবা সমাহারের অর্থ বোঝালে দিগ্বাচক এবং সংখ্যাবাচক শব্দের সমানাধিকরণ পদের সঙ্গে কর্মধারয় সমাস হয়। দ্বিগু সমাস তিন রকমের-
- তদ্ধিতার্থ দ্বিগু : ষণ্ণাং মাতৃণাম্ অপত্যং পুমান্(ষান্মাতুরঃ)
- উত্তরপদ দ্বিগু : পঞ্চ গাবো ধনং যস্য সঃ(পঞ্চগবধনঃ)
- সমাহার দ্বিগু : পঞ্চানাং গবাং সমাহারঃ(পঞ্চগবম্)

বহুব্রীহি-

- অন্যপদার্থপ্রধানো বহুব্রীহিঃ। বহুব্রীহি সমাসে অন্য পদের অর্থ প্রধান হয়। যথা- পীতম্ অম্বরং যস্য সঃ= পীতাম্বরঃ
- বহুব্রীহি দু'রকমের-
- সমানাধিকরণ- একাধিক প্রথমান্ত পদে বিশেষ্য এবং বিশেষণের বহুব্রীহি সমানাধিকরণ বহুব্রীহি হয়। যেমন- বীরাঃ পুরুষাঃ যস্মিন্ সঃ(বীরপুরুষকঃ)
- ব্যধিকরণ- বিভিন্ন বিভক্তিযুক্ত পদের বহুব্রীহি ব্যধিকরন বহুব্রীহি। যেমন- বীণা পাণৌ যস্যাঃ সা(বীণাপাণিঃ)

দ্বন্দ্ব-

- উভয়পদার্থপ্রধানো দ্বন্দ্বঃ। যে সমাসে উভয়পদের অর্থ প্রধান হয় তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। দ্বন্দ্ব চতুর্বিধ-
- সমুচ্চয়- পরস্পর নিরপেক্ষ অনেক সুবন্তপদের একটি ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্বয় হলে তাকে সমুচ্চয় বলে। যেমন- ঈশ্বরং গুরুং চ ভজস্ব
- অন্বাচয়- যেখানে অন্যতর পদটির একটি ক্রিয়াপদের সঙ্গে আনুষঙ্গিকরূপে অন্বয় এবং অবশিষ্ট পদটির আরেকটি ক্রিয়াপদের সঙ্গে উদ্দেশ্যরূপ অন্বয়, সেখানে অন্বাচয়। যেমন- ভিক্ষামট, গাং চ আনয়
- ইতরেতর যোগ- পরস্পরমিলিত পদগুলির একটি করিয়াপদের সঙ্গে অন্বয় হলএ এবং প্রত্যেক পদের প্রাধান্য থাকলে ইতরেতরযোগ দ্বন্দ্ব হয়। যেমন- ধবশ্চ খদিরশ্চ(ধবকহদিরৌ)
- সমাহার- সমস্যমান পদগুলির পরস্পর সাহিত্য বোঝালে তাদের সমূহকে সমাহর দ্বন্দ্ব বলে। সমাহারদ্বন্দ্ব ক্লীবলিঙ্গ হয়। যথা- করৌ চ পাদৌ চ (করপাদম্)

ধন্যবাদ